প্রথম আলো

তারিখ 02 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

বাড়তি খবরদারি ও পর্যবেক্ষক নিয়োগ নয়

সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ট্রাস্টি বোর্ডে একজন করে সরকারি পর্যবেক্ষক রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, পর্যবেক্ষক সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মের বিষয়ে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দেবেন।

সরকারের এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে যথার্থই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সভাপতি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি শিক্ষাবিদেরাও পর্যবেক্ষক নিয়োগের বিরোধিতা করেছেন। কেননা, আগে থেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে সরকার ও ইউজিসির প্রতিনিধি এবং একাডেমিক কাউন্সিলে ইউজিসির প্রতিনিধি থাকার বিধান রয়েছে। তাই, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম পর্যবেক্ষণে নতুন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিছুদিন আগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুষ দাবির জন্য কমিশনের একাধিক কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্তের ঘটনাও এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে।

সম্প্রতি জঙ্গি হামলায় একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগের কথা শোনা যাচ্ছে। সেগুলো তদারকি ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির মধ্যে সীমিত থাকলে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততার দোহাই দিয়ে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়তি খবরদারি গ্রহণযোগ্য নয়। বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি হামলায় সরকারি-বেসরকারি উভয় শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর নামই এসেছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি পর্যবেক্ষক নিয়োগ হলে সমস্যা আরও বাড়বে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এটিকে দেখছেন সরকারের বাড়তি খবরদারি হিসেবে, যা শিক্ষাঙ্গনে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। সরকারের আহ্বানে সোমবার সরকারি-বেসরকারিনির্বিশেষে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা স্বেচ্ছায় জঙ্গিবিরোধী মানববন্ধন করেছেন। এ ধরনের কার্যক্রম আরও বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি জারি রাখা যেতে পারে।

কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে সরকার তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিক। কিন্তু আইন সংশোধন করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত-পা বাঁধার চিন্তা পরিত্যাজ্য। বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।